

জলাধার রক্ষায় বাংলাদেশে ইতিবাচক উদ্যোগ



সৈয়দ মাহবুবুল আলম
পরিচালক, ডাব্লিউবিটি ট্রাস্ট

ঢাকার নদী ও জলাধারের অবস্থা

- ❑ ঢাকায় নদী, খাল দখল ও দূষণ চলছে;
- ❑ নদী রক্ষায় আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা;
- ❑ খালগুলোর রক্ষায় ধারাবাহিত ও সমন্বিত উদ্যোগ নেই;
- ❑ পুকুর রক্ষায় উদ্যোগ আশানুরূপ নয়;



বুড়িশালার কলম্ন হাট
বুড়িশালার দুইপাশে বর্জ্যের আদালতের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে বজাি কেন্দ্র। ছবিটি গতকাল কামরাঙ্গীতীর এলাকা থেকে তোলা।
—স্বপ্নিমিত্র



... A photo taken near the second Buriganga bridge last year shows raw sewage pouring into the river, the *throat* of the capital.



হালুং ধানবাড়ীতে অসহন নাকেরে কলু থেকে মিলি মিলি তুলনা এক ঘেঁটে করে ফেলছে - এদের বিতর্কে কোন বাস্তব সত্তা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।
—সাইফুল ইসলাম

জলাধার দখল,দুষণ সারা দেশ জুড়ে

- প্রাকৃতিক জলাধার দখল ও দূষণ করছে
- ব্যক্তিগত জলাধার ভরাট হচ্ছে
- ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা বাড়ছে



ভৈরবে নির্বিচারে জলাভূমি ভরাট



এ নদী বাঁচাতে হবে



কলকটে কলকটে ছাতিতে আছে বরিশালের পুকুর-জলাধার । এখানেও অধিকতর পরিষ্কার প্রাচীর পুকুরটিতে রয়েছে । এখনি ছাতিতে আছে । পুকুর জলাধারের জন্য এখানে রাখা হয়েছে মাটি । পুকুরের পুকুরের জলাধার, যদি ক'জনমি জলাধার

বরিশালে আরেকটি
'পুকুর হত্যা'

জলাধার রক্ষার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে

- ❑ এক সময় জোরালোভাবে শুধুমাত্র ঢাকায় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো সোচ্চার ছিল
- ❑ ব্যক্তি, স্থানীয় সংগঠন, বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে এগিয়ে আসছে;
- ❑ ঢাকার বাইরেও আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে;



জকিগঞ্জের আমলসীদে বরাক মোহনায় মানববন্ধ



গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার জোরদার ভূমিকা

- জলাধার দখল দূষণের তথ্য তুলে ধরা;
- দখল দূষণে বন্ধের প্রতিবাদ কর্মসূচীকে গুরুত্বের সাথে প্রকাশ;
- দখল দূষণের রোধে অগ্রগতি মনিটরিং ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- গণমাধ্যমকর্মীরা সংগঠিত হচ্ছে;



তিতাস একটি খুন হওয়া নদীর নাম!



জলাধার রক্ষায় সরকারের পদক্ষেপ

- নদী রক্ষায় নদী কমিশন
- দখল ও দূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মিত জরিমানা ও পদক্ষেপ
- হাতিরঝিল ও বুড়িগঙ্গার পাড় বাধাই করার পদক্ষেপ
- ঢাকার কিছু খাল উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ
- বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের জলাধার রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ
- পরিবেশ আইন সংশোধন ১৯৯৫ সংশোধন এবং জলাধার রক্ষার বিধানযুক্ত

নদী দূষণের জন্য ৩৮ লাখ টাকা জরিমানা পারটেক্সে

Thu, Dec 15th, 2011 6:40 pm BdST

৭ জুন ২০১২ বৃহস্পতিবার

যায়যায়দিন

শীতলক্ষ্যা দূষণ : এসিআই লবণ
কারখানাকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

শীতলক্ষ্যা নদী ও পরিবেশ দূষণের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এসিআই সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামের একটি লবণ উৎপাদন কারখানাকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

বুধবার পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী



WBB Trust

Work for a Better Bangladesh

প্রথমপ্রাঙ্গণ

শুক্রবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২

৬ জুন ২০১২

মেঘনা নদীদূষণ
কারখানা বন্ধের নির্দেশ
২৫ লাখ টাকা
জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় পাইওনিয়ার পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লি. নামের একটি কারখানাকে মেঘনা নদী দূষণের দায়ে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী এ জরিমানা করেন। একই সঙ্গে কারখানাটি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্র জানায়,

ফতুল্লায় শীতলক্ষ্যা দূষণের দায়ে
টেক্সটাইল মিলকে জরিমানা
বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

শীতলক্ষ্যা দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর গতকাল মঙ্গলবার সদর উপজেলার ফতুল্লায় আজাদ নীট কম্পোজিট টেক্সটাইলস মিলস লিমিটেড নামের একটি কারখানাকে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে।

জলাধার রক্ষায় অব্যাহত আইনী পদক্ষেপ

- ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী রক্ষায় রীট মামলা
- নদী রক্ষায় মহামাহ্য হাইকোর্টের সুপষ্ট নির্দেশনা
- ঢাকা চারপাশের নদী রক্ষায় আদালতের নির্দেশ



পরিবেশ রক্ষায় যুগান্তকারী স্থমিকার হাইকোর্ট

তারিখ: জুন ২৭, ২০২২। সময়: ১২:০৪ পূর্বাহ্ন



বিশেষ প্রতিবেদক, সংবাদ২৪.নেট, প্রতিক
ঢাকা: জুডিশিয়াল এঞ্জিনিয়ারিং মধ্যমে জনগণের কল্যাণ বা বিভিন্ন পরিস্থিতির খবর আসতে নিয়ে পরিবেশ রক্ষায় স্বতঃপ্রসঙ্গিত আদেশ দিয়ে যুগান্তকারী স্থমিকা পালন করেছে হাইকোর্ট।

এর ফলে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হীনতা, অনিয়ম ও অপব্যবহারের সঙ্গে যোগসাজশের বিষয়টি প্রতিবেশ করা সত্ত্বব হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়নে সচিবালয় জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিজ্ঞ আইনজীবীরা।

পর কয়েক বছরে সূরীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ প্রতিদিন্যত পরিবেশকে রায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন আদেশ, নির্দেশনা ও রায় নিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর রুব্রন সমুদ্র সৈকত হচ্ছে কক্সবাজার। সেইসাথে



বড়াল নদী রক্ষায় ভবন ভাঙার নির্দেশ

বড়ালীয়ায় সাবেকসাতা
বাংলাদেশীজাতীয়সিঁফোর,কম

বড়ালীয়ায় (নাটোর) : নাটোরের বড়ালীয়ায় উপজেলায় জোনাইল
বড়াল নদীর জমি মঞ্চল করে নির্মাণাধীন ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ
সেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ভবনটি ভাঙার নির্দেশ সেনা উপজেলা
সহকারী কমিশনার (স্থমি) সারওয়ার আলম।

সহকারী কমিশনার সারওয়ার আলম বাংলাদেশীজকে জানান, জোনাইল
বাজার সংলগ্ন বড়াল নদীর সরকারি (খাস) জমি মঞ্চল করে স্থানীয়
আতুস সাল্যাম পাড়া ভবন নির্মাণ করছেন এমন অভিযোগ ও বিভিন্ন
প্রত্যক্ষমাধ্যমে খবর পেয়ে, সোমবার সরেজমিন পরিদর্শন ও জোনাইল ইউনিয়নের সার্ভেয়ার দ্বারা পরিমাপ করিয়ে অভিযোগের সত্যতা
কো-একটা জাতি।



জলাধার রক্ষায় স্থানীয় সরকারের উদ্যোগ

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ৫৩ টি পুকুর ত্রয়
- দেশের বিভিন্ন স্থানে নদীর পাড় বাধাই করে বিনোদনের ব্যবস্থা
- জলাধার সংরক্ষণ করে বৃষ্টির পানি ধারণ
- জলাধারের পানি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস



বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নদী ও পুকুর রক্ষায় উদ্যোগ



ময়মনসিংহে জলাধার রক্ষায় উদ্যোগ



রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জে জলাধার রক্ষা



সিলেট ও সুনামগঞ্জ জলাধার রক্ষা



“রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।”

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ (ক)



জলাধার রক্ষায় আইন

স্থানীয় সরকার আইন (সিটি কর্পোরেশন) ২০০৯

সরকারী জলাধার (তফসিল ৮.১৫)

- সরকারের অনুমতিক্রমে **কর্পোরেশন ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে** এবং নগরীর মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানি উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।
- সরকার জলাধারে চিত্ত-বিনোদন এবং জীবন রক্ষায় নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশণ ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে উহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।
- কর্পোরেশন জলাধার আইনের বিধান অনুসারে কর্পোরেশনভুক্ত সকল জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে।

জলাধার রক্ষায় আইন

স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা) ২০০৯

সরকারী জলাধার (দ্বিতীয় তফসিল ১৬)

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতিক্রমে পৌরসভা কর্পোরেশন ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে এবং পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানি উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।
- পৌরসভার প্রবিধান অনুযায়ী কোন সরকারি জলাধারে চিত্ত-বিনোদন এবং জীবন রক্ষায় নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশণ ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে উহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।
- সরকারি জলাধারকে দূষণমুক্ত রাখিবার লক্ষ্যে, যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দূষিত করিবার প্রয়াস চালায় বা দূষিত করেন বা দূষণের সহিত জড়িত থাকেন, তাহা হইলে পৌরসভা তাহাদের বিরুদ্ধে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
- যে ক্ষেত্রে দূষণের উৎস মূল পৌরসভা বর্হিভূত হয় সেই ক্ষেত্রে পৌরসভা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

জলাধার রক্ষায় আইন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০

(কক) জলাধার অর্থ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা, বা জলাশয় হিসাবে সরকারি ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি, বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকার কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টি পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমি;

৬৬। জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা নিষেদ শিথিল করা যাইতে পারে।

জলাধার রক্ষায় আইন

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষন আইন, ২০০০

* “প্রাকৃতিক জলাধার” অর্থ নদী, খাল, বিল, দীঘি, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসেবে মাটির প্লাবে চিহ্নিত বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন জায়গা এবং সলিল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

* খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণী পরিবর্তনে বাধা-নিষেধ।

এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

* ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন উদ্যানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এইরূপে উহার বৃক্ষরাজি নিধনকে উদ্যানটির শ্রেণী পরিবর্তন রূপে গণ্য করা হইবে।

জলাধার রক্ষায় বিদ্যমান আইন ও প্রতিবন্ধকতা

- ব্যক্তি মালিকাধীন পুকুর বা জলাধার রক্ষায় আইনের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা
- স্থানীয় সরকারের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর, আইন প্রয়োগকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা
- আইন প্রয়োগে লোকবল ও পরিকল্পনা অভাব
- জলাধার রক্ষায় আর্থিক বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা
- স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের জলাধার রক্ষার আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- আইন প্রয়োগে জনগণের সম্পৃক্ত না থাকা
- পরিবেশ সম্মত জলাধার রক্ষায় কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা



জলাধার রক্ষায় সুপারিশ

- ব্যক্তিগত ও প্রাকৃতিক জলাধার চিহ্নিত ও সংরক্ষনে স্থানীয় সরকার, পানি সম্পদ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের পরিকল্পিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;
- জলাধার রক্ষায় একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- জলাধার রক্ষার আইন বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর ও পুলিশ বিভাগের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- জলাধার রক্ষায় বাজেট বরাদ্দ;
- ব্যক্তিগত ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষনে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার;
- পরিবেশ সম্মত জলাধার সংরক্ষনে স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- জলাধার সংরক্ষনের সুবিধা বিষয়ে জনসচেতনতা জোরদার;
- দেশের বিভিন্ন স্থানে জলাধার সংরক্ষনের আন্দোলনরত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন;
- জলাধার রক্ষার আইন বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;

